ঢাবির প্রো-ভিসি ড. মামুনের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ নেতাদের শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাবির প্রো-ভিসি ড. মামুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের শিক্ষক নিয়োগ, পতিত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের পৃষ্ঠপোষকতা করাসহ একাধিক অভিযোগ তুলেছে বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংশোধনের জন্য সাত দিনের আলটিমেটাম দিয়েছে সংগঠনটি। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন এবং উচ্চ পর্যায়ে অভিযোগ করবে বলে জানায় তারা।

এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অধ্যাপক মামুন আহমেদ।

নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবে ও প্রশাসনিক নিয়ম মেনে হয়েছে বলে জানান তিনি। রবিবার (২২ জুন) অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রো-ভিসি কার্যালয়ে ২ ঘণ্টার অধিক সময় বৈঠকে জবাবদিহি চান তারা। এ সময় ড. মামুনের সাথে সাদা দলের একাধিক শিক্ষকের বাগবিতণ্ডা হয়।

বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে সাদা দলের অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ ছাত্রলীগপন্থী বিতর্কিত নেতাকর্মীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।

বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল ছাত্রলীগের সহসভাপতি সাদিয়া আফরিন এনিকে পপুলেশন সায়েন্স বিভাগে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। এ ছাড়া ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিভাগের নকল করে ধরা পড়া ছাত্রলীগকর্মী আনিকাকেও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা করেন।

করোনার কারণে এইচএসসি পরীক্ষা পেছানোর দাবি

অভিযোগ করে আরো বলা হয়, ভুয়া ভর্তির দায়ে শাস্তিপ্রাপ্ত নীল দলের (আওয়ামীলীগ পন্থী) এক শিক্ষককে সফরসঙ্গী করে বিদেশ ভ্রমণ, নীল দলের নেতাদের সঙ্গে গোপন বৈঠক, বিতর্কিত শিক্ষকদের রিসার্চ এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছেন। এ ছাড়া শিক্ষক নিয়োগ বোর্ডে নীল দলের শিক্ষক অন্তর্ভুক্ত করা ও সাত কলেজ ইস্যুতে অস্থিরতা তৈরর অভিযোগ তুলেছে সাদা দল।

ঢাবি সাদা দলের যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার বলেন, ‘প্রো-উপাচার্য ড. মামুন আমাদের বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, তবে অনেক কিছুর জবাব এড়িয়ে গেছেন। সাদা দলের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সত্যতা প্রমাণ হওয়ায় নকল করা ছাত্রীর নিয়োগ আটকানো হয়েছে। আমরা তাকে এক সপ্তাহ সময় দিয়েছি বিষয়গুলো সংশোধনের জন্য। আগামী দিনে আমরা অবরুদ্ধ করব নাকি গেটে দাঁড়াব, সেটা নির্ভর করবে তার আচরণের ওপর। তিনি সাদা দলের অনেক বিচ্ছিন্নতাবাদীর ওপরেও প্রভাব বিস্তার করেন।

,

তিনি আরো বলেন, “তার অনেক ব্যাখ্যা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। ‘মেধা’ ও ‘স্বচ্ছতা’র নামে যদি ফ্যাসিবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়, তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। আমরা প্রত্যাশা করি, আমাদের সহকর্মীদের হিসেবে বিষয়গুলো সংশোধন করে নেবেন তিনি। আমাদের সাথে বসে আলোচনার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।’

তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের নিয়োগের অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবে ও প্রশাসনিক নিয়ম মেনে হয়েছে। নিয়োগ বোর্ডের সদস্যদের থেকে প্রার্থীর মেধা, দক্ষতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সততা সম্পর্কে জানা হয়। এ ছাড়া স্বৈরাচার সরকারের দোসর ছিল কি না জানতে চেয়েছি।’

বগুড়ার শীর্ষ সন্ত্রাসী মতিন গ্রেপ্তার

অধ্যাপক মামুন বলেন, ‘সাদিয়া আফরিন নামে যাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তিনি ছাত্রলীগে ছিলেন এটা আজকে তাদের থেকে প্রথম শুনেছি। নকলের অভিযোগ শোনার পর আমি ওই বিভাগের চেয়ারম্যানকে বিভাগীয় মিটিং ডেকে ভেরিফাই করতে বলেছি। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, নকলের কোনো প্রমাণ নেই। এক্সাম কন্ট্রোলার অফিস তদন্ত করে জানিয়েছে এমন কোনো প্রমাণ নেই। সিলেকশন বোর্ডের সদস্যরাও অভিযোগের সত্যতা পায়নি।’

তিনি আরো বলেন, ‘আমি চেয়েছি প্রশাসনকে নিরপেক্ষ রাখতে, বিগত স্বৈরাচার সরকারের প্রশাসনিক নিয়মের পরিবর্তন আনতে। তাদের কথা হচ্ছে, আমি কেন তাদের থেকে জানতে চাইনি। তাদের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে সুপারিশ করে থাকেন তবে আমি এসব অ্যালাউ করি না। নিয়োগপ্রাপ্ত কারো নামে যদি অভিযোগে থাকে আমি সেটা সিন্ডিকেটে নিয়ে যাব।’